সত্যেনবাবু স্মরণে

পর্ব ১

ভারী চেহারা তার উপর স্ক্র্যাচ নিয়ে চলতে হয়, এই অবস্থায় একাই বেশিরভাগ সময় আসতেন গিরিশ পার্কের কাছ থেকে গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিট এবং পরে সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট এ।

যখনকার কথা বলছি তখন তাঁর বয়স ৭০ উর্ধে।

তিন তিন বার পড়ে গেলেন, কোনোক্রমে উঠে দাঁড়ালেন, রক্তপাতও হচ্ছে... এরপর কিছুদিনের বিশ্রাম, মুখে হাসি আর আবার যথারীতি আসাযাওয়া শুরু!

প্রেসিডেন্সি কলেজ এ পড়তেন,কেমিস্ট্রিতে অনার্স ছিল, পরে PG র ক্লাস করতেন সাইন্স কলেজে।

বিভিন্ন lecture শোনার খুব ইচ্ছা থাকায়, বহু অন্য জায়গায় গিয়েও শুনতেন।

পূজনীয় সত্যেন বোসের প্রচুর lecture শুনেছেন, আমাকে ছবিও পাঠিয়েছিলেন।

ছবি তোলার নেশা ছিল আর সেই বক্স ক্যামেরা দিয়ে হাতে খড়ি। এরপর কালের প্রভাবে ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করতেন।

ওনার বাবার সঙ্গে ছেলেবেলায় পুণ্যদর্শন এর কাছে গিয়ে, ওনার অনুমতিক্রমে সম্ভবত রলিফ্লেক্স ক্যামেরাতে, ওনার ছবি তুলেছিলেন।

নিজে একাউন্টস এ যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন এবং ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করায়, বিভিন্ন ব্যবসা সম্মন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল।

সর্বদা সুপরামর্শ দিয়ে থাকতেন।

আজ মহেন্দ্রনাথের যে অখণ্ড সংস্করণগুলি আমরা হাতে পাচ্ছি, এটি ওনার দূরদর্শীতার স্বাক্ষ প্রদান করছে।

পুরো নাম সম্ভবত সত্যেনজিৎ শেঠ আর পিতা স্বর্গীয় বঙ্কিম শেঠ মহাশয়, সকলের ফটিকবাবু... মহেন্দ্রনাথ এর এক অতি অন্তরঙ্গ পার্শদ। "খেলাধুলা ও পল্লীসংস্কার" নামে মহেন্দ্রনাথ রচিত একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করে গিয়াছেন।

সত্যেনবাবুরা একসময় আণুমানিক ৭/৮পুরুষ আগে গুজরাট থেকে এসে কলকাতায় স্থায়ী বসবাস শুরু করেন।

বলেছিলেন,প্রায় সব শেঠ আর বসাকরা এসেছিলেন গুজরাট থেকে।

ওনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

[07/11, 5:25 pm] Sanjay Ghosh: সত্যেনবাবু স্মরণে

পর্ব ২

মিশুকে মানুষ ছিলেন উনি আর মহেন্দ্রনাথ এর বইপত্র এবং আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করতেন আর সেইসবের কাজেও প্রতিফলন ঘটাতেন।

চিঠিপত্র দেওয়া নেওয়া এবং কোন প্রতিষ্ঠান এর নিয়ম কানন যথাযতভাবে মেনেও চলতেন। প্রয়োজনীয় সব ব্যাপারের তথ্য নিমেষে পেশ করতেও পারতেন, এটি এক শিক্ষণীয় ব্যাপার বলে মনে হয়।

তাঁর নিজের কথায়, দেখুন আমি আমার শারীরিক এই অবস্থাতেও বেশ ছোটবয়সে সাঁতার কেটেছি আবার বাবার এবং ভাইদের সঙ্গে তৎকালে হেঁটে কেদার বদ্রীনাথও দর্শন করেছি।

খুব আত্মবিশ্বাসী আকৃতদার এক অমায়িক ব্যাক্তি।

যা জিগ্যেস করতুম, তা বেশ ভালো করে হেসেই বুঝিয়ে দিতেন।

আমাদের বাড়িতে কয়েকবার এসেছেন ও সবাই ওনাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন।

ফোনে নানান কথা তার ভেতর সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে, রাওট এর নানান ঘটনা, ওনাদের সম্ভবত মধুপুরের বাড়িতে ছুটি কাটানো, ব্যবসা বাণিজ্যর নানান অভিজ্ঞতার কাহিনী অনর্গল বেশ আনন্দ করেই বলতেন আর এর ভেতর দিয়ে আমরাও শেখার সুযোগ পেতাম।

আপনারা যারা তার সঙ্গ করেছেন তারা তো সবাই জানেন।

বলতেন,জানেন মাঝে বহুবছর ৩ নং এ যায়নি, কারণ নানান কাজে ব্যাস্ত থাকতে হত এরপর সম্ভবত ১৯৯৩/৯৪ সাল থেকে আবার যেতে থাকি। এই সময় রঘুবাবু আর নীলুবাবু আমাকে খুব উৎসাহিত করেন, ওঁরা আমাকে আসা যাওয়া করতে বলেন, একটা ছোট একাউন্টসর এর কাজ আমি নিয়ে করে দিই, তাতে খুব খুশি হন ওঁরা... সেই আবার যাতায়াত শুরু, সবই মহেন্দ্রনাথ এর ইচ্ছা।

সত্যেনবাবু স্মরণে

পর্ব ৩

বললেন, জানেন আমার এই শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়েই আমি নানানরকম ব্যবসা করেছি।

কখনও পণ্যবাহী নৌকা, তো কখনও মেশিন টুলস, আবার গাড়ি এবং বাড়ির ব্যাবসাও করছি।

ইউনাইটেড ব্যাংক গঠনের ইতিহাস বলতেন,আর তার সঙ্গে ওনার বাবা ও জ্যাঠা মশাই এর জড়িত থাকার গল্পও করতেন।

যেটিকে আমরা এখন বালীখাল বলে জানি, সেটির ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ, ওনার কাছে শুনেছিলুম।

উনি ওনার নিজস্ব বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার প্রয়োগ করেছেন আজীবন পথ চলার সর্বক্ষেত্রে, এটা বেশ বোঝা যেত।

ওনার পড়াশোনা সার্থক রূপ ধারণ করেছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই।

বাড়ির মেইনটেন্যান্স থেকে, নিজস্ব বুদ্ধির প্রয়োগ উনি ঘটিয়েছিলেন,এমনকি ব্র্যান্ডেড ইলেকট্রিকাল পাখা তৈরীর ক্ষেত্রেও, বিশেষত ঐ পাখার মেকানিকাল পার্ট এর ডেভেলপমেন্ট এর ব্যাপারে।

ধারণা ছিল আমাদের ঐ বালীখাল হয়ত বেশিদূর নিশ্চই বিস্তৃত ছিলনা, কিন্তু ওনার সময়তেও, ঐ জল পথে পণ্য পরিবহন বহু দূর পর্যন্ত সচল ছিল বা এখনও হয়ত আছে।

যে সব ডিসিশন নিতেন, তা বেশ ভেবেচিন্তেই নিতেন আর সেগুলো বেশ কার্যকরীও ছিল, তা প্রমাণিত সত্য।

প্রধান অবলম্বন ছিল পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত এবং নিজস্ব সংস্কার এ মিশ্রিত... মহেন্দ্র স্বরণ।

বলতেন, দেখুন কি হয়, মহেন্দ্রনাথ কি করেন।

বহুবার দেখেছি ওনার স্বরণে, সব ব্যাপারেই বেশ উতরে গেছি। তাই দেখা যাক না কি হয়..

[07/11, 5:25 pm] Sanjay Ghosh: সত্যেনবাবু স্মরণে...

সত্যেনবাবু স্মরণে

পর্ব ৪

টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন কথার মালা দিয়েই ওনাকে একটু স্মরণ করার চেষ্টা করছি মাত্র।

ওনার একজন ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন, যিনি ওনার প্রেসিডেন্সি কলেজ এর সহপাঠীও ছিলেন, আমাকে একদিন বললেন, যান না, ওর সঙ্গে দেখা করে আসুন একদিন।

আমিও সময় সুযোগ মতন কর্নয়ালিস স্ট্রিট এ ওনার সঙ্গে দেখা করতে একদিন চলেও গেলাম। আপনারা হয়ত ওনাকে অনেকেই চিনবেন, উনি ছিলেন প্রখ্যাত শ্রীগুরু লাইব্রেরির কর্ণধার এবং একজন শারীরিক প্রতিবন্ধীও।

হাস্যমুখে অভর্থনা করলেন, আমি অবাক হয়ে যাই একটি কথা ভাবতে, এই সব মানুষেরা তৎকালীন সময়ে, ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে, কি করে কেমিস্ট্রির প্রাকটিক্যাল গুলি করতেন!

বহু বইপত্রের খবরাখবর স্বাভাবিক ভাবেই রাখতেন আর অন্যান্য নানান খবরও ওনার কাছে পাওয়া যেত।

জানা হয়নি এই প্রতিষ্ঠানটি কে প্রতিষ্টা করেছিলেন, উনি না অন্য কোন ব্যাক্তি, যিনি সম্ভবত ওনার পিতাও হতে পারেন।

এর আগে উনি, UK তে একটি ব্যাংক এর ম্যানেজার ছিলেন, দেশে ফিরে এই বই এর ব্যবসা চালাতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত তো হনই নি তাই নয়, খুব আনন্দের সঙ্গে কাজ করতেন।

এটিও কি শিক্ষণীয় নয়?

এইসব আলোচনা এই জন্যই করা বই এমন এক উপযোগী মাধ্যম, যার সঠিক ব্যাবহারে মানুষের জীবন আমূল বদলে যেতে পারে আর মনের প্রসারতা বহু বহু গুণে বৃদ্ধি পায়।

পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ তাই এই কাগজের ঘর ই বানিয়ে গেলেন, অন্য কিছু নস্ট হলেও, এ কোথাও না কোথাও থেকে যায় ই!

"তোমরা বাবু এগুলোকে শুধু ছাপার অক্ষরে রেখে দিও... তাহলেই হবে "।

[07/11, 5:25 pm] Sanjay Ghosh: সত্যেনবাবু স্মরণে

পর্ব ৫

অজন্তা ঘুরে এলেন সত্যেনবাবু একবার আরও কয়েকজনের সঙ্গে।

ছিলেন সম্ভববত শ্রদ্ধেয় রঞ্জিতবাবু এবং শ্রদ্ধেয়া সুলেখাদির পুণার বাড়িতে।

খুব খুশি হয়েছিলেন, বললেন, দেখুন সব তো ঘুরতে পারলুম না এই বয়সে, দু একটা গুহাতেই খালি গিয়েছিলুম। এর বেশি তথ্য আমি আর সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে এই সব ব্যাপার ওঁর রুচিশীলতার পরিচয় দেয়।

ওনার জানা ছিল কিনা আজ আর বলতে পারবো না, যে আজকের বেলুড় মঠ এর মূল আধুনিক মন্দিরের নকশায়, পুণার কাছাকাছিই অবস্থিত একটি প্রাচীন মন্দির এর প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছে।

এর সঙ্গে পূজনীয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দের বহু বছর আগে পুণার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করার এবং ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

এছাড়া এই ব্যাপারে স্বয়ং স্বামীজীরও অবদান থেকে গেছে।

স্বামী বিজ্ঞানান্দজীর জীবনকাহিনী অসাধারণ আর ওনার কন্ট্রিবিউশন এর তুলনা নেই, নিজে অন্য ছাত্রকে এগিয়ে দিতে, বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

কাশির সেবাশ্রম থেকে UP র নানান পরিকল্পনা, নকশা এবং আবাস ও মন্দির গঠনে ওনার ভূমিকার তুলনা নেই।

এক কথা বলতে গিয়ে হয়ত অন্য কথায় একটু চলে এলাম।

যাই হোক, ঐ কলকাতা থেকে পুণার ট্রেন জার্নি উনি খুব ঐ বয়সে উপভোগ করেছিলেন আর বারবার সেই কথাই বলতেন, দেখুন মহেন্দ্রনাথ এর কৃপায় হট করে ঘুরে আসাও হয়ে গেল ইত্যাদি।

ওনার মধ্যে একটা সুন্দর শিল্পবোধ সবসময় লক্ষ্য করেছি।

আজকের কালারফুল মহেন্দ্রনাথ বইগুলির বাজারজাত করার জন্য ওনার যে ভূমিকা ছিল, তা স্মরণযোগ্য।

[07/11, 5:25 pm] Sanjay Ghosh: সত্যেনবাবু স্মরণে

পর্ব ৭

উনি চলে গেলেন, কিন্তু চেষ্টা করেও একটি আমরা স্মরণ সভাও করতে পারলুম না।

ঐ সময়ে মাননীয় জগন্নাথ বাবু একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন, "সত্যিই সত্যেন বাবু এক আকুমার ব্রহ্মচারীর জীবন কাটিয়ে গেলেন ", কথাটি যথেষ্ট তাৎপর্য পূর্ণ।

উনি প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্বেও, কোনো কাজ থেকেই পিছিয়ে আসেন নি, কোনো দায়িত্ব কেও অস্বীকার করেন নি। এটি তাঁর পারিবারিক ক্ষেত্রেই হোক আর সামাজিক ক্ষেত্রেই হোক।

বিভিন্ন সময় নানান আসুবিধার মধ্যে পড়েছেন, কিন্তু ওনার ঐ এক কথা-- "মহেন্দ্র নাথ এর কৃপায়, সব কিরকম সোজা হয়ে গেল, যা হবার নয় বা সমাধান যে ভাবে হল, তা মাথাতেও আসেনি, কিন্তু আশ্চর্য... হয়ে তো গেল!"।

সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলার যে পন্থা উনি অবলম্বন করতেন, তা সত্যিই অনুসরণীয়।

শ্রদ্ধেয় রঞ্জিত বাবু, যাঁকে দেখে বোঝারও উপায় নেই যে উনি কি পরিমাণ শিক্ষিত ও বহুদর্শী একজন মানুষ, এঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে একেবারে সাধারণ বেশভূষায়, কি সুন্দর কাজকর্ম চালাতেন। ওনাদের সঙ্গে কথা বলে, নানান ব্যাপার জানা যেত, আর দৃষ্টি প্রসারিত হতো।

পূজনীয় সত্যেনবাবু বেশ ভালোরকম একজন সমাজ সচেতন বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন এবং ওনার উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ না করে উপায় থাকতো না আর ছিল গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি। যে কাজটি ধরতেন, সেটির সব দিকগুলি সম্মন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতেন সর্বদা, ফলে নির্বিঘ্নে সে কাজ সম্পন্ন হতো।

আজ ওনাকে এইটুকু স্মরণ করে ও প্রণাম নিবেদন করে শেষ করলাম।

[07/11, 5:25 pm] Sanjay Ghosh: সত্যেনবাবু স্মরণে

পর্ব ৮

একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, অনেক সময় নানান সমস্যায় পড়েছি আর হঠাৎ করে ওনার ফোন এল।

আমি সমাধানের উপায় জানতে চাইতেই, উনি দিলেন আর বললেন, দেখলেন তো এটাই মহেন্দ্রনাথের Theory of Vibration।এটা সত্যিই বহুবার হয়েছে আর আমি সঠিক সমাধান ও লাভ করেছি।

দেখেছেন তো গীতায় যে কর্ম যোগের কথা বলেছে, আমাকেও মহেন্দ্রনাথ এইসব করিয়ে নিচ্ছেন, না হলে এত বছর পরে আমিও হঠাৎ করে কি টানে ওখানে গেলাম আর এই সব কাজের মধ্যে এসে পড়লাম, যাক, উনিই করিয়ে নিচ্ছেন, এটাই ওনার কৃপা।

ওনার ব্যাক্তিগত এবং পারিবারিক বহু সমস্যার সমাধান সত্যিই অদ্ভুতভাবে হয়ে গিয়েছিলো আর এর পূর্ণ কৃতিত্ব উনি দিতেন শ্রী মহেন্দ্রনাথকে আর এটাই স্বাভাবিক।

তাই অটুট বিশ্বাস ছিল শেষ অবধি।

নানান ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন আর বেশ কিছু দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা ও করতেন, কিছু বাস্তবায়িত হলেও, সবকটি হয়নি।

পরে হেসে বলতেন, মহেন্দ্রনাথের হয়ত ইচ্ছে ছিলনা, তাই হলো না।ঠিক আছে দেখা যাক না, উনি হয়ত অন্যকিছু ভেবে রেখেছেন।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: রাজযোগের অনুশীলনে সর্বসাধারণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যে পথ স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন সেই পথে আবার আমরা চলেছি,সঞ্জয়বাবু আমাদের পথপ্রদর্শক।

আর এই সবই যে আধুনিক ফলিত বিজ্ঞানের প্রকাশ তাও ওনার লেখার মধ্যে প্রতিফলিত।

মহেন্দ্রনাথের আশীর্বাদে এই সুযোগ গ্রহন করে উপকৃত হবার সৌভাগ্য সবারই রয়েছে।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: সর্বকর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে—

সব কাজের পরিশেষে জ্ঞান লাভ হয়।

তাই বিদ্যাভ্যাস,যোগাভ্যাসের মতো কর্মের মাধ্যমে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব।

পূণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথের জীবন ও মনীষা জানবার ও বোঝবার সুবিধার্থে শ্রদ্ধেয় সঞ্জয়বাবু যে অনুধ্যান সিরিজ এবং মহেন্দ্র বিজ্ঞান যোগের উপস্থাপনা করে চলেছেন তা সত্যিই অনবদ্য।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র অনুধ্যান ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর কয়েকজন ঋষিতুল্য পার্ষদের জীবনবেদ জানবার সুযোগ আমাদের হয়েছে।

আমাদের এই group এ এমন কয়েকজন প্রনম্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাঁরা মহেন্দ্রনাথের সঙ্গ করার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

রয়েছেন মাননীয় প্রশান্তবাবু, মাননীয় নির্মলানন্দবাবু প্রমুখ

তাঁদের নিজের জীবন স্মৃতি যদি আমাদের উপহার দেন তো ভাল হয়।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: মাননীয় প্রশান্তবাবু মহেন্দ্রনাথের সঙ্গ করেছেন দুবছরের বেশী সময়।

সেই সব টুকরো টুকরো মধুর স্মৃতি তিনি তাঁর postএ আমাদের কাছে মাঝে মাঝে share করেছেন

পূণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ তাঁর জীবনকে চমকপ্রদ ঘটনাবহুল করেছে, জীবনকে এক অনন্য দৃষ্টিকোন থেকে তিনি দেখেছেন, পরতে পরতে জীবনের আস্বাদন গ্রহন করেছেন।

মহেন্দ্রনাথের সরাসরি কৃপাপ্রাপ্ত প্রশান্তবাবু যদি “তাঁর জীবনে মহেন্দ্রনাথ এবং মহেন্দ্র আশীষে তাঁর জীবন” এই শীর্ষক স্মৃতি চারনা ধারাবাহিকভাবে অল্প অল্প হলেও করেন তো আমরা অনেক নতুন তথ্য জানতে পারি।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: রাম যখন স্টেজের উপর তাঁর লম্বা চওড়া খালি গায়ে, মাথায মুকুট আর হাতে ধনুরবান নিয়ে আবির্ভূত হলেন, হাততালি পড়ল। তাঁর পিছু পিছু এসে দাঁড়ালেন লক্ষণ ভাই , খালি গায়ে শাদা পৈতে পরা, চশমা খুলে মাথায মুকুট, কাঁধে ধনুক ও পিঠের 'তূণে' কয়েকটি তীর, স্তিমিত চোখে রামের পাশেই কঁউজো হযে দাঁড়ালেন । আমরা তো হেসে কুটোপাটি।

।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: দুর্গাবাবুর চেহারাটা মনে পড়ছে। মাজা মাজা গায়ের রং, উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয ইঞ্চি। সামান্য একটু হিটলারী গোফ নাকের নীচে , মাথায কাঁচা পাকা চুল, চেয়ারে বসে কাজ করতে করতে একটু কুঅঁজো হয়ে দাঁড়াতেন। স্তিমিত দৃষ্টি , তার উপর কালো ফ্রেমের চশমা, পরণে ধুতি ও শাদা হাফ সার্ট , পায়ে চটি।

তিনি একটি ড্রামা ক্লাব খুলেছিলেন অফিস কর্মীদের নিয়ে , নাম দিয়েছিলেন " শ্রীগুরু সঙ্ঘ " ।

একবার একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল এই সঙ্ঘ, মনে হয় "সীতাহরণ" । আমরা complimentary টিকিট পেয়ে হলে নাটক দেখতে গেছিলাম। দুর্গাবাবুর অভিনয় করার ক্ষমতা ছিল না, তিনি একটি নির্বাক ভূমিকায অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্রনাথের এক ভক্ত ছিলেন দুর্গাপদ বন্দোপাধ্যায় । নিঃসন্তান স্বামী– স্ত্রী মহেন্দ্রনাথের কাছে ঘন ঘন আসতেন। দুর্গাবাবু রেলের অফিসের কেরাণী ছিলেন, garden reach - এ অফিস। দুজনেই পরোপকারী ছিলেন, অন্যদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: একেবার কি একটা কাজে দুর্গাবাবুর অফিসে আমি গিয়েছিলাম । সেই garden reach- এ রেলের অফিসে । তাঁর অফিস কোনও বিল্ডিং– এ ছিল না। গিয়ে দেখলাম, কাঠের উঁচু ফ্রেমের উপর টিন দিয়ে ছাওযা বিশাল একটি হলঘর মাঠের মধ্যে , তার মধ্যে সারি সারি কাঠের টেবিল ও চেয়ার নিয়ে জনা পঞ্চাশ কেরাণী ঝোলানো ইলেকট্রিক আলোর নীচে বসে কাগজ পত্র নিয়ে , হাতে ঝর্ণা কলম নিয়ে কাজ করছেন, তারই মধ্যে গল্প গুজবও চলছে। সবাই সবাইকে চেনে। দুর্গাবাবুর খোঁজ করতেই দু–তিন জন কেরাণী হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন, কোথায দুর্গাবাবুর টেবিল। সেই প্রকান্ড টিনের শেডের তলায় কাঠের পিলার রয়েছে ছাদের ফ্রেম পর্যন্ত, আর ঐ টেবিল চেয়ারের মধ্যে দিয়ে একজন হেঁটে যে কোনও টেবিলে পৌছাতে পারেন ।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: তাঁর চোখে স্টেজের তীব্র আলো লাগছিল, তাই 'লক্ষণ ' সর্বদা চোখ পিটপিট করছিলেন যতক্ষন স্টেজে উপস্থিত ছিলেন ।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: সেই সংকীর্ণ পথ দিয়ে যেতে যেতে lunch break- এর ঘন্টা বাজলো, আর সবাই কাজকর্ম ফেলে টিফিন বাক্স বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এক বিচিত্র দৃশ্য দেখার সুযোগ হল। কেউ কেউ হকারদের থেকে খাবার আনিযে খাচ্ছিলেন শালপাতায, সেই সব ভুক্তাবশেষ খেতে বেশ কয়েকটি রাস্তার কুকুর ঢুকে পড়েছে শেডের মধ্যে , তারা কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে আর ঝগড়াও করছে, কারোরই কোন ভ্রুক্ষেপ নেই । গোটা তিনেক গরু ঢুকে পড়েছে দেখলাম , নিশ্চিন্ত মনে শালপাতা চিবুচ্ছে, কেউ তাড়াচ্ছে না।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: দুর্গাবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আমার মায়ের বেশ প্রীতির সম্পর্ক ছিল, সে গল্প আগামীকাল হবে।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: দুর্গাবাবু সস্ত্রীক একবার গ্রুপ নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিলেন হরিদ্বার , হৃষিকেশ , লছমনঝোলা ইত্যাদি স্থানে। আমার মা ঐ গ্রুপে ছিলেন ।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: যাঁরা সিমলার সাবেক দত্ত বাড়িতে মহেন্দ্রনাথের ছোট ঘরটি দেখেছেন, তাঁরা মনে করতে পারবেন যে সেই ঘরের উত্তর দিকে ছিল একটি জানলা, যার উপরাঙশ ও নিম্নাঙশ আলাদা ছিল । সেই জানলার বামে থাকত মহেন্দ্রনাথের খাট-বিছানা আর ডানদিকের দেওয়ালের উত্তর- পূর্ব কোণে থাকত বড ফ্রেমবনদী ঠাকুরের ছবি । সেই ঘরের দক্ষিণ দিকে ছিল দুধারে দুটি খিলান , পাশের ঘরে যাওয়ার জন্য ।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির বিপরীত দিকে খিলানের উপর দেওয়ালে টাঙানো থাকত একটি ছবি, 30 × 24 ইঞ্চি কাঠের ফ্রেমে অপরূপ এক সৌন্দর্য । হাল্কা নীলের পটভূমিকায শাদা-কালো বাঙলা লেখা, মহাকবি গিরিশ চন্দ্রের কবিতা " ফোটে ফুল " । জরি দিয়ে সাজানো রঙীন কাপড়ের উপর এই অসামান্য শিল্প কর্মটি করেছিলেন দুর্গাবাবুর স্ত্রী সরোজবালা দেবী তাঁর 'বুড়ো শিবের' জন্য । কি দারুন পরিশ্রম ও ধৈর্যের নিদর্শন !

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: আমি আগেই জানিয়েছি যে এক বছরের বেশী আমি বেলুড মঠে নিয়মিত যেতাম, এবং ভগবদগীতার এক একটি অধ্যায় মুখস্থ পরীক্ষা দিতে হত । একবার স্বামী শ্বাশতানন্দ বাহিরের কাজে বেরিযেছিলেন , সেদিন আমার পড়া ধরেছিলেন স্বামী বিরেশ্বরানন্দ (প্রভু মহারাজ) ।

আমি কয়েকবার প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী শঙকরানন্দকে গিয়ে প্রণাম করেছি। তাঁর সেবক ছিলেন সতীনাথ মহারাজ। বেটেখাটো ফরশা চেহারা , খুব আমুদে ছিলেন ইনি, তাঁকে ধরেই আমি আমার বাবা এবং মাকে 1954 সালে বেলুড মঠে দীক্ষিত করেছিলাম । সেই আমি কি এক অজ্ঞাত কারণে নিজে বেলুড মঠে দীক্ষিত হলাম না। এরপর যখন মহেন্দ্রনাথের কাছে প্রথম পরিচয় হল, তখনও আমি তাঁকে জানতে ও বুঝতে ব্যস্ত । যেদিন মিশনের সেক্রেটারি স্বামী

মাধবানন্দ আমার হাতে একটি চিঠি ধরিয়ে দিয়ে বললেন – আগামীকাল মাথা মুড়িয়ে একটি শিখা রেখে কাচা ধুতি পরে চলে এস, একজনের সঙ্গে তোমাকে পাশকুড়া আশ্রমে পাঠাবো। সে রাতে আমার ঘুম নেই, যুদ্ধ চলছে, কোনদিকে যাব । কঠিন সিদ্ধান্ত নিলাম, পাশকুড়া আশ্রম নয়, আমার ভবিষ্যত মহেন্দ্রনাথের আশ্রয় ।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: এরপর চলে আসি আমার পুস্তিকার পৃষ্ঠা 12 , যা আমি আগের দিন পোস্ট করেছি। তাতে আমি বর্ণনা করেছি দুজন সন্ন্যাসী এবং একজন ব্রহ্মচারী এসেছিলেন বেলুড় মঠ থেকে প্রেসিডেন্ট মহারাজের প্রণাম জানাতে মহেন্দ্রনাথকে । সেদিন আবার আমাকে একা মহেন্দ্রনাথের পাহারায় রেখে ধীরেনবাবু বাজারে গিয়েছিলেন । ফলে আমি একা ঐ তিনজনকে মহেন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গেলাম । প্রণামের পরে একটু বসে ধ্যান করবার অনুমতি চাইলেন আমার কাছে , আমি তো আনন্দে সপ্তম স্বর্গে । সেই আমি !!! তারপর যখন জোড়হাতে আমার কাছ থেকে প্রসাদ নিচ্ছিলেন, তখন আমি স্বর্গসুখ উপভোগ করছি । কি সৌভাগ্য আমার , আমি পাশকুড়া আশ্রমে না গিয়ে মহেন্দ্রনাথের চরণে নিজেকে সমর্পণ করেছি, আমি ধন্য, মহেন্দ্রনাথের কৃপায় ।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: আর তাই আমরা আপনার স্নেহাশীষ পাচ্ছি এবং সেই theory of continuity সুত্রে এই groupএর সবাই পূণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পেয়ে জীবন সফল করতে পারছেন।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: উপরের মুদ্রা টি লক্ষ্য করুন।

নিজের হাতের দুটি আঙ্গুলকে ওই ছবিতে দেখানো মুদ্রার মতন চোখের কাছাকাছি আনুন।

দুটি আঙুলের (যে বিশেষ অংশটি ছবিতে দেখানো হয়েছে) সেইরকম অল্প গ্যাপ রেখে দেখুন।

কি দেখছেন?

আপনার দুটি আঙুলের ওই মধ্যবর্তী স্থান থেকে যেন একটি শক্তি ফিজিক্যালি বেরিয়ে দুটি আঙুলের ওই মধ্য বর্তী স্থানটিকে পূর্ণ করতে চাইছে, তাই তো?

এবার দেখুনতো, দুটি থেকেই ওই শক্তি বিন্দু বেরোচ্ছে কিনা?

এবার feel করার একটু চেষ্টা করুন তো একটি বিন্দু ওপর বিন্দুকে আকর্ষণ করছে কিনা?

যদি করে, তাহলে আপনার ভিতর সুপ্ত আকর্ষণী শক্তি বা অদৃশ্য আকর্ষণী শক্তি সর্বদা ক্রিয়াশীল এটা বুঝতে নিশ্চই পারা যাবে।

মহেন্দ্রনাথ এর ছটা, আবরণী শক্তি তথা effluvium এর একটি চাক্ষুস উদাহরণ হিসেবে আজকের মুদ্রাটিকে উপস্থাপিত করলাম।

ব্যাখ্যা ও ক্রিয়া.. পরবর্তী পর্ব তে।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: এই গবেষণালব্ধ মুদ্রা টির নামকরণ করা হয়েছে..মহেন্দ্র – মুদ্রা।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: শ্রদ্ধেয় সঞ্জয়বাবু প্রনাম নেবেন,সঠিক দিন নির্বাচন করেছেন এই গ্রন্থটির pdf প্রকাশ করার জন্য।

এই group page আপনার বিশিষ্ট কয়েকটি ধারাবাহিক postএর প্রতিফলন স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে এই বইটিতে।

এতো সহজভাবে এই জটিল তত্ব সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরে আপনি এক নতুন দিগন্তের সূচনা করলেন।

শিবস্বরূপ মহেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ আপনার উপর সদা বর্ষিত হোক।

[07/11, 8:09 pm] Sanjay Ghosh: Shiv Ratri te puja'r pore Purnadarshan er lekha "Pashupat Ashryalav" paat kora hoto. 🙏🙏🙏Sanjay babu your analysis are just amazing. 👍🏻🎯